



## 120694 - কাফরে ও ফাসকেরে সাথে একজন মুসলমিরে যতীথ ব্যবসা করার হুকুম

### প্রশ্ন

আমার জন্য কি কাফরে বা ফাসকেরে সাথে যতীথ ব্যবসা করা জায়যে হবে? আমি যদি ফাসকে মুসলমি বা কাফরেরে সাথে ব্যবসায় শরীক হই, তারপর সেখান থেকে সরে আসি; কিন্তু আমার মূলধন তার কাছে থেকে যায় এই শর্তে যে, পরবর্তীতে সে পণ্যের বদলে নগদ অর্থ প্রদান করবে, তাহলে কি সে যে অর্থ দিয়ে ব্যবসা করছে সেটির উপর আমাকে আমার অর্থের যাকাত দিতে হবে? উল্লেখ্য, আমি ঐ অর্থ থেকে কোনো লাভ পাই না। নাকি আমার অংশীদারকে এর যাকাত দিতে হবে? উল্লেখ্য, আমার অংশীদার যাকাত দেয় না। কিংবা সে যাকাত দিলেও যাকাতের খাতে দেয় না। যদি সে ঐ অর্থের যাকাত প্রদান না করে তাহলে কি আমাকে এর যাকাত দিতে হবে? অধিকন্তু আমরা সদিধানত নিয়েছি যে, সে আমার ঋণ পরিশোধ করবে এভাবে যে আমরা একটি বिल्ডিং নির্মাণ করে সেটি ভাড়া দিবে। এক্ষেত্রে যাকাত কীভাবে হবে? অর্থাৎ আমি আমার অংশীদারের কাছ থেকে ঋণের অর্থ নগদ পাব না; বরং তার জম্মায় থাকা ঋণ পরিশোধ করার সময় সে ঐ অর্থটা সরাসরি নির্মাণের খরচে ব্যয় হবে। আশা করি স্পষ্ট করবেন।

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

ব্যবসা বা কাজে কাফরে ও ফাসকেরে সাথে মুসলমিরে অংশীদার হওয়া জায়যে। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদদেরকে এই মর্মে খাইবার বর্গা দিয়েছিলেন যে তারা সেখানে পরিশ্রম করে চাষাবাদ করবে এবং সেখান থেকে যা উপন্ন হবে তার অর্ধেক তারা নবী। [হাদীসটি বুখারী (২৩৬৬) বর্ণনা করেন]

এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ইহুদরা জমতিতে কাজ করার ক্ষেত্রে অংশীদার হয়েছে। কাজ করবে ইহুদরা, আর জমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এবং উপন্ন ফসল উভয়ের মাঝে অর্ধেক হারে বণ্টনিত হবে।

ইমাম বুখারী তাঁর সহিহ গ্রন্থের 'অংশীদারত্ব' অধ্যায়ে এ হাদীসটি উল্লেখ করে এর শরীহ নাম দিয়েছেন এভাবে: 'কৃষিকাজে যম্মী ও মুশরকিদরে অংশীদার করা সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ'।



দুই:

কাফরের সাথে মুসলিমি অংশীদার হওয়া নষিদিহ হবো যদি এর ফলে কাফরের প্রতি মিত্রতা ও ভালোবাসা সৃষ্টি হয়।

ব্যবসায় অংশীদার হলে মুসলিমের দায়িত্ব হচ্ছে নজিহে ব্যবসা পরিচালনা করা অথবা কাফরে বা ফাসকের কাজ পর্যবেক্ষণ করা; যাতে তারা সুদ বা অন্যন্য হারাম লেনদেনে না জড়ায়।

শাইখ সালহি আল-ফাওয়ান ‘আল-মুলাখাসুল ফকিহী’ গ্রন্থে (২/১২৪) বলেন: ‘মুসলিমের জন্য কাফরের সাথে অংশীদার হওয়া জায়েয; তবে শর্ত হচ্ছে কাফরে এককভাবে লেনদেন করবে না। বরং মুসলিমের তত্ত্বাবধানে লেনদেন করবে; যাতে করে কাফরে মুসলিমের তত্ত্বাবধানের বাইরে গিয়ে সুদী লেনদেনে কথিবা হারাম লেনদেনে জড়িয়ে না পড়ে।’[সমাপ্ত]

শাইখ আব্দুল আযীয ইবনে বায রাহমিহুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: ‘মুসলিমের জন্য কমিষে পালন, মেষের ব্যবসা করা কথিবা অন্য কোনো ব্যবসায় খ্রিস্টানের অংশীদার হওয়া জায়েয?’

তিনি উত্তর দেন: ‘কোনো মুসলিমের জন্য খ্রিস্টান বা অন্য কোনো কাফরের সাথে পশু পালন, কৃষিকাজ বা অন্য কোনো ক্ষেত্রে অংশীদার হওয়ার ক্ষেত্রে মূল বধিান হলো বৈধতা, যদি না সখোনে মিত্রতা স্থাপতি হয়। বরং পারস্পরিক সহযোগিতা হয়ে থাকে অর্থের ক্ষেত্রে, যখন: কৃষিকাজ, পশুপালন প্রভৃতি। একদল আলমে বলেন: শর্ত হচ্ছে এই দায়িত্ব মুসলিম পালন করবে। অর্থাৎ কৃষিকাজ বা পশুপালনের দায়িত্ব পালন করবে মুসলিম ব্যক্তি; কাফরে ব্যক্তি করবে না। কারণ কাফরে ব্যক্তির হাতে থাকা নরিপদ নয়।

বযিযটি ব্যাখ্যাসাপক্ষে। যদি এই অংশীদারত্ব মিত্রতার দকিে নিয়ে যায় কথিবা আল্লাহ যা হারাম করছেন তাতে লপ্ত হওয়া অথবা আল্লাহ যা আবশ্যক করছেন তা পরিত্যাগ করার দকিে ধাবতি করে, তাহলে এমন অংশীদারত্ব হারাম হয়ে যাবে। কেননা এটি অনযিটকর পরিণতির দকিে ধাবতি করছে। আর যদি এমন কছির দকিে ধাবতি না করে, বরং মুসলিম নজিে এটি করে, সে নজিহে এর দেখভাল করে থাকে, যাতে করে ধোঁকাগ্রস্ত না হয়; তাহলে (অংশীদারত্ব) কোনো আপত্তি নই।

তবে সর্বাবস্থায় এমন অংশীদারত্ব থেকে বরিত থেকে অমুসলিমদের পরিবর্তে মুসলিম ভাইদের সাথে অংশীদার হওয়াই তার জন্য উত্তম; যাতে করে সে তার দ্বীনকে ক্ষেত্রে নরিপদ থাকে এবং সম্পদের ক্ষেত্রে নরিপদ থাকে। ধর্মীয় শত্রুর সাথে অংশীদার হওয়া তার চরিত্র, দ্বীনদারতি ও সম্পদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। মুমনির জন্য এমন ব্যাপার থেকে দূরে থাকা সমীচীন; যাতে সে তার দ্বীন, তার ইজ্জত ও সম্পদ রক্ষা করতে পারে এবং ধর্মীয় শত্রুর খয়োনত থেকে সতর্ক থাকতে পারে। তবে যদি প্রয়োজন হয় এবং নরিপায় অবস্থায় সে এমনটি করতে বাধ্য হয় তাহলে সমস্যা নই। তবে শর্ত হচ্ছে পূর্ববর্তী বযিযগুলো মনে চলবে।

অর্থাৎ শর্ত হচ্ছে এতে তার দ্বীন, সম্মান অথবা সম্পদের কোনো ক্ষতি হবে না। আর শর্ত হচ্ছে সে নজিে এর



তত্ত্বাবধান করবে, কেননা এমনটি তার জন্য নরিপদ। কাফরে এর দায়ত্ব পালন করবে না। বরং অংশীদারত্ব বা এর অধীন কাজসমূহের দায়ত্ব পালন করবে মুসলমি ব্যক্তি অথবা অন্য কোন মুসলমি ব্যক্তি উভয়ের পক্ষ থেকে দায়ত্ব পালন করবে।[সমাপ্ত][ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব (১/৩৭৭, ৩৭৮)]

তনি:

কম্পানি (অংশীদারত্ব ব্যবসা) থেকে বেরিয়ে যাওয়া কম্পানির সাথে আপনার সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়; যদিও আপনার শেয়ারটি শরীকরে কাছে ঋণ হিসেবে থেকে যায়। তাই কম্পানির যে সম্পদ তাতে আপনার উপর কোনও যাকাত আবশ্যক হবে না।

বরং আপনার অংশীদারের কাছে যে ঋণ অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছে, তার যাকাত আপনাকে দিতে হবে; যদিও আপনি এটি দিয়ে ভবিষ্যতে বন্ডিং নির্মাণ করেন।

যহেতু এই ঋণ আপনার অংশীদারের জম্মায় আছে, সহেতু আপনাকে এর যাকাত দিতে হবে। আর ঋণের যাকাতের বিস্তারতি আলোচনা আমরা (1117) নং প্রশ্নোত্তরে উল্লেখ করেছি। উক্ত উত্তরে সারকথা হলো:

যদি আপনার অংশীদার ধনী হয় এবং ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম হয় তাহলে বর্ষপূর্তি হলেই আপনাকে যাকাত দিতে হবে। আর যদি দরিদ্র হয় কথিবা ঋণ পরিশোধে গড়মিসকারী হয়, তাহলে আপনার জন্য সতর্কতা হচ্ছে আপনি প্রাপ্য অর্থ হস্তগত হওয়ার পরে বিগিত এক বছরের যাকাত প্রদান করবেন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।